দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

নাটোরে কেজি স্কুল ॥ পাঠদানের কোন নীতিমালা নাই

রেজাউল করিম খান ॥ নাটোরে কিণ্ডার গার্টেনের নামে লাভজনক ব্যবসা চলিতেছে। এই সমস্ত কেজি স্কুলে ইংরেজী মাধ্যম বা জাতীয় পাঠ্যক্রম—কোনটাই সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হইতেছে না। ফলে শিশুরা সঠিক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত ও অভিভাবকেরা প্রতারিত হইতেছে।

জানা যায়, নাটোর পৌরসভা এলাকার মধ্যে পাঁচটি কেজি স্কুল রহিয়াছে। ইহাদের কোনটাই সরকার অনুমোদিত নয়। পাঠদানের কোন নীতিমালা নাই। প্রতিটি স্কুলেই শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ, ফ্যান, পাঠাগার, খেলার মাঠ ও শিক্ষকের অভাব আছে। শিক্ষকের কোন মান নাই। স্কুলগুলি অন্যান্য সাধারণ স্কুলের মত বছরে ৮০

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

নাটোরে কেজি স্কুল

(৩য় পৃঃ পর)

হইতে ৮৫ দিন ছুটি থাকে। কেজি স্কুলে উন্নতমানের লেখাপড়া শিখানো হয় বলিয়া দাবী করা হইলেও পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের গড় বেতন ৫০টাকা।

শহরের পাঁচটি কেজি স্কুলের মধ্যে গ্রীন একাডেমী ডেপুটি কমিশনারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। সরকারী জমির উপর অবস্থিত স্কুলটিতে ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১২ জন শিক্ষক আছেন। ছাত্র-ছাত্রী প্রায় সকলেরই গৃহশিক্ষক আছেন। মনীষা ভবন, কচিকাঁচা একাডেমী ও নাটোর ইসলামী একাডেমীতেও নানা সমস্যা। সব স্কুলেই বোর্ডের বই ছাড়া দুই একটি করিয়া অতিরিক্ত বই পড়ানো হয়। মনীষা ভবন ছাড়া অন্যগুলিতে ফ্যান নাই। কক্ষগুলি আধাপাকা অস্বাস্থ্যকর। স্কুলগুলির আয়ের প্রধান উৎস ছাত্র বেতন। তদুপরি সময়ে-সময়ে ডেপুটি কমিশনার অথবা কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।

শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণ নাই। বেতন খুবই সামান্য। অনেকে অন্য কোন ভাল চাকুরীর আশায় স্বল্প সময়ের জন্য এখানে শিক্ষকতা করেন। কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী আছেন। স্কুল পরিচালনার জন্য নামেমাত্র গভর্নিং বডি থাকিলেও অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। নাটোর ইসলামী একাডেমী স্কুলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক একটি রাজনৈতিক দল। খ্রীষ্টান মিশনারীর উদ্যোগে চলতি বছর স্থাপিত হইয়াছে মরিয়ম শিশু বিদ্যালয়। এখানে শিক্ষক মাত্র তিনজন। স্কুলগুলিতে দুই-একটি ছাড়া সবই বোর্ডের বই পড়ানো হয়। বোর্ডের বই বিনা মূল্যে সরকারী ও রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই বই বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না। কেজি স্কুলের জন্য সরকার বিনামূল্যের বই সরবরাহ করে না। অথচ নাটোরের পাঁচটি কেজি স্কুলের প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকেরা অবৈধ উপায়ে বোর্ডের বই সংগ্রহ করিতেছেন।

কয়েকজন অভিভাবকের সহিত আলাপ করিয়া জানা যায়, উন্নত মানের লেখাপড়া শিখিবে এই আশায় তাহারা ছেলে-মেয়েকে কেজি স্কুলে ভর্তি করিয়াছেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তখন অন্যত্র ভর্তির আর কোন সুযোগ থাকে না। ফলে বাধ্য হইয়া গৃহশিক্ষক রাখিতে হয়। কেজি স্কুলে তিন বছর অধ্যয়ন করিয়াও অনেক ছাত্র-ছাত্রী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

এ ব্যাপারে পাঁচটি কেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক (অধ্যক্ষ) জানান, তাহার ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতমানের পাঠদানের চেষ্টা করিতেছেন।